পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দশম অধ্যায় - পবিত্র বাইবেল ও মুহাম্মাদ (ﷺ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

(১৯) হাবাক্কুক ৩/৩

প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ৩৫ নং, ক্যাথলিক বাইবেলের ৪২ নং এবং ইহুদি বাইবেল বা হিব্রু বাইবেলের ২২ নং পুস্তক 'হাবাক্কুক'। এ পুস্তকের ৩/৩ নিম্নরূপ:

"আল্লাহ তৈমন (Teman) থেকে আসছেন, পারণ পর্বত (mount Paran) থেকে পবিত্রতম আসছেন, আসমান তাঁর প্রভায় সমাচ্ছন্ন, দুনিয়া তাঁর প্রশংসায় (হাম্দ: praise) পরিপূর্ণ।" (মো.-১৩)

এখানে বাহ্যত Teman বলতে 'তিহামা' বোঝানো হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, পারন মক্কার প্রাচীন নাম। এখানে 'পারণের পবিত্রতম' বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বোঝানো হয়েছে। বিশেষত পরের বাক্যে 'পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ' বলে তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ' বা 'অতি-প্রশংসিত' তা বোঝানো হয়েছে।

উইকলিফ বাইবেলে (Wycliffe Bible: WYC) তৈমন শব্দের অর্থ লেখেছে দক্ষিণ: "God shall come from the south": "আল্লাহ দক্ষিণ থেকে আসছেন।"[1] এখানে ফিলিস্তিনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত আরব দেশ থেকে ইসলামের আগমনের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া লেখেছে:

"This prophecy is also commonly cited by Muslims as a prophecy of Muhammad. Since there is no connection between Jesus and Mount Paran 'the Mount of Ishmael', Muslims argue that the 'holy one' in this verse is Muhammad. They often interpret the Coming of God from the south of Palestine as a reference to the cradle of Islam in the western coast of Arabia."

"এ ভবিষ্যদ্বাণীকেও সাধারণভাবে মুসলিমরা মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে উল্লেখ করেন। ইসমাইলের পর্বত 'পারণ পর্বতের' সাথে যীশু খ্রিষ্টের কোনোই সম্পর্ক নেই, এজন্য মুসলিমরা দাবি করেন যে, এ শ্লোকে 'পবিত্রতম' বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বোঝানো হয়েছে। তারা প্রায়শ বলেন যে, দক্ষিণ দিক থেকে ঈশ্বরের আগমন করার কথা বলে ইসলামের প্রকাশস্থল আরবদেশের পশ্চিম উপকূল এলাকা বোঝানো হয়েছে।

ফুটনোট

[1] https://www.biblegateway.com/verse/en/Habakkuk%203:3

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14670

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন